১৮ জুলাই, রাজশাহী: 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির ডাক দেওয়া মাত্রই শহরের রাজপথ কাঁপিয়ে উঠেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিপ্লবী ছাত্রজনতা। মেধা ও অধিকার রক্ষার দাবি জানাতে নিরস্ত্রভাবে মিছিল শুরু করলে ফ্যাসিবাদের দোসর আওয়ামী সন্ত্রাসের লাঠিয়াল বাহিনী–পুলিশ–পথরোধ করে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতিয়ার হয়ে পুলিশবাহিনী নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করছে।

এই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনের দোসরদের রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রে বহু বিপ্লবী শিক্ষার্থী আহত হয়। তবুও ছাত্রজনতা পিছপা হয়নি। তারা রক্তাক্ত পথ বেয়ে শপথ করেছিল: যত গুলি আসুক, যত টিয়ারগ্যাস ছুটুক–বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই বিপ্লব থামানো যাবে না!

এই ছবিটি সেই সাহসী মুহূর্তের নীরব সাক্ষী–যেখানে গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে গর্জে উঠেছিল জনতার ন্যায়ের স্লোগান!

১৮ জুলাই, রাজশাহী–যখন ফ্যাসিবাদের দোসর সন্ত্রাসী পুলিশবাহিনী নিরস্ত্র বিপ্লবী ছাত্রজনতার উপর বৃষ্টির মতো গুলি চালাচ্ছিল, তখন এক সাহসী বিপ্লবী জীবনের পরোয়া না করে লাঠি-গুলির মাঝখান থেকে পাথর ছুড়ে প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসীদের টিকিয়ে রাখতে পুলিশ যখন জনতার কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, তখনই রাজপথে জন্ম নিয়েছিল অদম্য সাহসের নতুন ইতিহাস। এই ঢিল ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সাহসের মহাকাব্য!

১৮ জুলাই, সাহেববাজার, রাজশাহী।
শিক্ষার্থীরা যখন "কমপ্লিট শাটডাউন"-এ শহরকে স্তব্ধ করেছিল
তখন তাদের স্তব্ধ করতে ককটেল ফাটায়, অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়
আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ।
ছবিতে দেখা যায় একজন শিক্ষার্থীর ওপর চড়াও হচ্ছে সন্ত্রাসীরা–
মুখে মুখোশ, হাতে চাপাতি, চোখে দম্ভ।
এদের লক্ষ্য একটাই–ভয়ের মাধ্যমে দমন।
কিন্তু ইতিহাস জানে, এই সব হামলা থামাতে পারেনি দাবির আগুন।
এরা সব ফ্যাসিস্ট অপশক্তির স্থানীয় বরকন্দাজদের তৈরি করা সন্ত্রাসী বাহিনী।

১৮ জুলাই, রাজশাহী–বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিল থেকে ফ্যাসিবাদের দোসর সন্ত্রাসী পুলিশবাহিনী জোর করে তুলে নিয়ে যায় এক বিপ্লবী ছাত্রকে। এই দৃশ্য শুধু একটি গ্রেফতার নয়, এটি ছিল জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর অপরাধে রাষ্ট্রের নগ্ন প্রতিশোধ। নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের রক্ষায় গড়ে ওঠা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এভাবেই গলা চেপে ধরতে চেয়েছিল মুক্তির মিছিলকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী–একজন বিপ্লবীকে ধরে নিয়ে হাজার বিপ্লবীকে থামানো যায় না!”

২০ জুলাই, শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির পর ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবিটি তোলা হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিনোদপুর বাজারে, যেখানে তখন কারফিউ চলছিল।

২৫ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সামনে–
সংবাদ সম্মেলনের নামে পাঁচ মুখ দাঁড়িয়ে ছিল রাষ্ট্রের লেখা প্রেসক্রিপশন হাতে।
তারা বলেছিল, "আন্দোলন প্রত্যাহার,"
বলেছিল, "সরকার ধীরে ধীরে দাবি মানছে।"
কিন্তু তারা একবারও উচ্চারণ করেনি ইয়ামিন, মুগ্ধ, আবু সাঈদ, নাফিজদের রক্তাক্ত নাম।
এই মুখগুলো ছিল ছাত্রলীগের 'বৈষম্যবিরোধী' মুখোশধারী চক্রান্তকারীদের,
পেছনে ছিল রেজওয়ান গাজি মহারাজ,
আর ছায়ায় ডিজিএফআই–
যারা আন্দোলনের আগুন নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল ৩০ দিনের ভাঁওতা দিয়ে।
কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকে না প্রেসক্রিপশনের ভাষণে।
২৭ জুলাই, ছাত্রদের হাতেই গড়ে ওঠে 'সমন্বয়ক পরিষদ',
ফিরে আসে লাল পতাকা, ফিরে আসে সংগঠিত প্রতিরোধ।
এই ছবিটি তাই শুধু একটি সংবাদ সম্মেলনের নয়,
এটি এক চক্রান্তের আলোকচিত্র–
যেখানে প্রতারণা চাপা দিতে চেয়েছিল শহীদের শপথ।
কিন্তু যারা রক্তের পথ ধরে হাঁটে,
তারা জানে–বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ চিরকাল ঢাকা থাকে না।

২৯ জুলাই, কারফিউ ভেঙে যখন প্রথম পা রাখে কয়েকজন, তখন শহর নিঃশব্দ। তাদের সামনে অস্ত্রধারী যৌথবাহিনী, পেছনে থমকে থাকা ইতিহাস। তবু থামেননি তারা–কারণ সামনে ছিল ভবিষ্যৎ, আর চোখে ছিল একটিই দৃশ্য–ফ্যাসিবাদমুক্ত একটি নতুন বাংলাদেশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সাহসী সংগঠক আর বিপ্লবী জনতা সেদিন প্রমাণ করে দেন–ভয়ের দেয়াল ভাঙলে, ইতিহাস তৈরি হয়। আর এই প্রজন্ম, কোনো দেয়ালের মুখপাত্র নয়–তারা দেয়াল ভাঙার নাম।

কারফিউর নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে ২৯ জুলাইয়ের দুপুরে রাজশাহীর আকাশ কেঁপে ওঠে শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধী স্লোগানে। ১৮-২৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অন্ধকার যখন ইন্টারনেট বিভ্রাটে চাপা পড়ে ছিল, তখনকার রক্তাক্ত চিত্রগুলো ২৪ জুলাই ইন্টারনেট চালু হতেই ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মতো। গুম, গণহত্যা আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নতুন করে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহ। আর সেই আগুনে প্রথম স্পার্ক হয়ে রাজপথে নামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী কণ্ঠস্বর–পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'শেম শেম ডিক্টেটর' ২৯ জুলাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এই দৃশ্য, যেখানে প্রথম কারফিউ ভেঙে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়ায় প্রজন্ম।

২৯ জুলাই, কারফিউর অন্ধকার ভেদ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ইতিহাস রচিত হয়। বিনোদপুর বাজার থেকে মিছিল এগিয়ে আসে সাহসের ঝড় হয়ে–যেখানে কণ্ঠে ছিল সত্যের দাবি, আর হৃদয়ে প্রতিরোধের আগুন। পুলিশ যখন এই বীর আন্দোলনকারীদের 'জামায়াত-শিবির' ট্যাগ দিয়ে দমনচেষ্টায় নামে, তখন দেয়াল হয়ে দাঁড়ান অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব ও ইফতিখারুল আলম মাসউদ। শিক্ষকতার গাম্ভীর্য আর নৈতিক শক্তিকে ঢাল করে তাঁরা বলেছিলেন, 'না, ইতিহাসকে আজ থামতে দেব না।' সঙ্গে ছিলেন সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক মো. জামিরুল ইসলাম ও কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিরিনয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মো. ছাইফুল ইসলামসহ আরও কিছু আলোকবর্তিকা। সেদিন কেউ গ্রেফতার হয়নি–কারণ সাহসীরা চুপ ছিলেন না। সেদিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা হাত ধরাধরি করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধের আরেকটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন বাংলাদেশে।

২৯ জুলাই, কারফিউর ভয় জয়ের দিন। প্রধান ফটকে বিপ্লবী কণ্ঠগুলো যখন অবিচল, তখন পুলিশি বাধার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান শিক্ষকরা–সাহসের প্রতীক হয়ে। আন্দোলনের উত্তাপে শিক্ষার্থীরা যখন ক্লান্ত নয়, ভয় পেয়েও থামে না–তখন তাদের পাশে নির্ভরতার ছায়া হয়ে থাকেন প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব। তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন, সেদিন তিনি ছিলেন প্রতিবাদের পাথর, ন্যায়বোধের প্রতীক। সেই মুহূর্তেই লেখা হয়েছিল এক অন্যরকম পাঠ–যেখানে শিক্ষকতা মানে শুধু জ্ঞান নয়, সঙ্কটে দাঁড়ানোর চেতনা।